10513 - আমরা কীভাবে জীনরে অনষ্টি থকেে নজিদেরেকে রক্ষা করতে পারব?

প্রশ্ন

আমি জীন নয়িে সমস্যায় ভুগছি। সারা জীবনই আমি বভিন্নি অবস্থায় জীন প্রকাশ পতেে দখেছে।ি কন্িতু সাম্প্রতকি সময় ছাড়া কখনো তাদরেকে নয়িে খুব বশেি সংকট অনুভব করনি।ি আমাদরে ফ্ল্যাটে প্রথম যদেনি এলাম সদেনি আমি একটি জীন দখেছে।ি প্রায়ই আমি এই জীন বা জীনদরে নানান কার্যক্রম লক্ষ্য করতাম। যমেন: দরজা নজিে নজিে খুলে যতে। আমি এদরেকে দখেতাম, শুনতে পতোম .. ইত্যাদ।ি কন্িতু এক পর্যায়ে এসে বষিয়টতিে বড় ধরনরে পরবির্তন হতে শুরু হল। কছিু কছিু কাজ দনৈকি ঘটতে লাগল। এই বষিয়গুলোর কারণে আমি ঘরে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছ।ি এমনকি এখন আমি আর এই বাড়তিে থাকতে চাইছি না। ঐ জীন অথবা জীনরো দরজা খুলে আমার নাম ধরে ডাকে, তখন আমি ভয়ে ঘুম থকেে জগেে যাই। কছিু আসবাব-পত্রে আঘাত কর।ে বড়িালরে আকৃতিতে প্রকাশ কর।ে আমার কম্পউিটার ও টলেফিোন নয়িে নাড়াচাড়া কর।ে আমি তার ছায়া দখেতে পাই ... ইত্যাদ।ি বষিয়টি খুবই অস্বাভাবকি। আমি নশ্চিতিভাবে জানি না য,ে এই সমস্যা মোকাবলোয় কী করতে পার।ি আমি আশা করছি এই বাড়ি থকেে চলে গলেে সমস্যার সমাধান হব।ে কন্িতু এই মুহূর্তে আমি সূরা বাকারা, ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ার চষ্টো করছ।ি এছাড়া আমি ঘরে কুরআনরে ক্যাসটে চালু করে রাখ।ি আমি এগুলো করার সাথে সাথে জীনরে উৎপাত থমেে যায়। কন্িতু পড়া ছড়েে দলিে জীন আবার হাজরি হয় এবং (অধকিাংশ সময়ে) আমাকে তার উপস্থতিি কোনো না কোনোভাবে জানান দয়ে। কখনো ক্যাসটে প্লয়োর বন্ধ করে দয়ে এবং পড়ার সময়ে কম্পউিটার চালু হয়ে যায়। ... বশেি কয়কে বার এমনটি ঘটছে।ে এছাড়াও জীনরো বহুবার আমার স্বপ্নে দখো দয়িছে।ে আমি জানি না এই অবস্থা থকেে কীভাবে মুক্তি পাব। কন্িতু এই বষিয়ে আমার প্রতি আপনার উত্তর বা পরামর্শকে আমি খুব গুরুত্ব দয়িে গ্রহণ করব। আশা করি দ্রুত সটেি করবনে।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

জীনরে অনষ্টি থকেে বচেঁে থাকার অন্যতম উপায় হল আল্লাহর কাছে জীনরে থকেে আশ্রয় চাওয়া, সূরা ফালাক ও নাস পড়া, আয়াতুল কুরসী পড়া, সূরা বাকারা পড়া, সূরা বাকারার শষে দুই আয়াত পড়া, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল হামদু ওয়া-হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন ক্বাদীর’ পড়া, বশেি বশেি আল্লাহর যকিরি করা, আযান দওেয়া। সাধারণত কুরআন পড়া শয়তানদরে থকেে সুরক্ষা দয়ে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বষিয়সূচী

- মানুষ কি জীনকে দেখতে পায়?
- জীন কি মানুষকে কষ্ট দয়ে?
- জীন থকেে আত্মরক্ষা

এক:

মানুষ কি জীনকে দেখতে পায়?

প্রশ্নকারী বোন বলছনে তনিি জীন দখেতে পয়েছেনে। এটি ভুল। কনেনা জীন (মানুষদরেকে) দখেতে পায়। কন্িতু মানুষরো জীনকে দখেতে পায় না।

শাফয়েী বলনে: 'যে দ্বীনদার ব্যক্তি দাবি করে যে সে জীন দখে তার সাক্ষ্য বাতলি হবে। কারণ মহান আল্লাহ বলছেনে: "সে ও তার দলবল তোমাদরেকে দখেতে পায়; কন্িতু তোমরা তাদরেকে দখেতে পাও না"। তবে নবী হলে জীনকে দখেতে পায়।'[আহকামুল কুরআন (২/১৯৫, ১৯৬)]

ইবনে হাযম বলনে:

'জীন সত্য। তারা আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি। তাদরে মধ্যে রয়ছেে কাফরে ও মুমনি। তারা আমাদরেকে দখেতে পায়; আমরা তাদরেকে দখেতে পাই না। তারা খায়, সন্তান জন্ম দয়ে ও মারা যায়। আল্লাহ তাআলা বলছেনে: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ "হে জীন ও মানুষ সম্প্রদায়"। তনিি আরো বলছেনে: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ "আমরা ইতঃপূর্বে জীনকে ধুম্রহীন আগুন থকেে সৃষ্টি করছে।ি" তনিি তাদরে বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলনে:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (*) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

"আমাদরে মধ্যে (আল্লাহর কাছে) মুসলমিরাও আছে, আবার আমাদরে মধ্যে বপিথগামীরাও আছে। যারা মুসলমি, তারাই সঠকি পথ খুঁজে নয়িছে। আর যারা বপিথগামী, তারা হবে জাহান্নামরে জ্বালানি।" তনিি আরো বলনে: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ "সে ও তার দলবল তোমাদরেকে দখেতে পায়; কন্িতু তোমরা তাদরেকে দখেতে পাও না।" তনিি আরো বলনে: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي "তোমরা কি আমাকে ছাড়া তাকে ও তার বংশধরদরেকে অভভিাবকরূপে গ্রহণ করব?ে" তনিি আরো বলনে: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ "ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তাদরে প্রত্যকেইে ধ্বংসশীল।" এছাড়াও তনিি বলনে: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "প্রত্যকে প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করব।ে" ...[আল-মুহাল্লা (১/৩৪-৩৫)]

তাই প্রশ্নকারী বোন যা কিছু দেখেছেন সেগুলো কল্পনা অথবা এমন জীন যা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আকৃতির পরিবর্তে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করছে।

দুই:

জীন কি মানুষকে কষ্ট দেয়?

জীন কর্তৃক মানুষকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। কুরআন ও শরয়িসম্মত যিকিরের মাধ্যমে এর থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

'নিঃসন্দেহে জীনেরা মানুষদের এমন কষ্ট দিতে সক্ষম; যা হত্যা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কখনো পাথর ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেয়। কখনো তারা মানুষদেরকে ভয় দেখায়, ইত্যাদি নানান কিছু যা সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত ও বাস্তবে প্রমাণিত। সহিহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো এক সাহাবীকে এক যুদ্ধে (সম্ভবত খন্দকের যুদ্ধে) পরিবারের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। উক্ত সাহাবী ছিলেন নতুন বিবাহিত বর। ঘরে পৌঁছানোর পরে দেখতে পেলেন তার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। সাহাবী তার এই কাজে আপত্তি করলেন। তার স্ত্রী বলল: আপনি ঘরে প্রবেশ করুন। সাহাবী ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন বিছানার উপর একটি সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। তার হাতে একটি বর্শা ছিল। তিনি সেটা দিয়ে সাপটিকে আঘাত করতে করতে মেরে ফেললেন। আর তৎক্ষণাৎ (সাপ মরার সময়ে) লোকটাও মারা গেল। এমনকি সাপ আগে মরল; নাকি লোকটি আগে মারা গেল সেটি বোঝা গেল না। খবরটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি ঘরে থাকা ছোট সাপ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কেবল লেজ-বিহীন সাপ ও পিঠে দুই দাগ বিশিষ্ট সাপ ছাড়া।

এটি প্রমাণ করে যে জীনেরা মানুষের উপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়। বাস্তবতাও এর সাক্ষী। মুতাওয়াতির সূত্রে এমন বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে মানুষ কোনো পোড়োবাড়িতে এসেছিল। তখন তাকে পাথর মেরেছে। কিন্তু, সেখানে কোনো মানুষকে সে দেখেনি। সে হয়তো কিছু আওয়াজ শুনে কিংবা গাছের পাতার খসখসানির মত খসখসানি বা এ ধরনের কিছু শুনে। যেগুলো থেকে সে ভয় পায় ও কষ্ট পায়। অনুরূপভাবে জীন কখনো প্রেমে বা কষ্ট দেওয়া বা অন্য কোনো কারণে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। আল্লাহর একটি বাণী এর সপক্ষে ইঙ্গিত প্রদান করে। আল্লাহ বলেন: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ "যারা সুদ খায় তারা (কেয়ামতের দিন) শয়তান-ধরা মানুষের মতই দাঁড়াবে।" এই প্রকারের ক্ষেত্রে জীন হয়তো মানুষের ভেতর থেকে কথা বলে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু আয়াত দিয়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করে সে তাকে সম্বোধন করে কথা বলে । কখনো এই ঝাড়ফুঁককারী তার কাছ থেকে ওয়াদা নেয় যে আর

কখনো সে ফিরবে না। এছাড়া আরো অনেক ঘটনা বহু সংখ্যক মানুষের থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে।

জীন থেকে আত্মরক্ষা

সুতরাং জীনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য মানুষ সুন্নাহতে বর্ণিত সুরক্ষক দোয়াগুলো পড়বে। যেমন: আয়াতুল কুরসী। কেননা আয়াতুল কুরসী কোনো রাতে পড়লে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য রক্ষাকারী থাকে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত তার কাছে কোনো শয়তান আসতে পারে না। আল্লাহই রক্ষাকারী।[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১/২৮৭-২৮৮)]

শয়তান থেকে সুরক্ষামূলক কিছু যিকির সুন্নাহতে বর্ণিত এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- আউযুবিল্লাহ পড়া তথা আল্লাহর কাছে জীন থেকে আশ্রয় চাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“আর যদি তোমার কাছে শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা আসে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।”[সূরা আ’রাফ: ২০০]

সুলাইমান ইবনে সুরাদ বর্ণনা করেন: দুজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গালমন্দ করছিল। এক পর্যায়ে একজনের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আমি এমন বাক্য জানি যা পড়লে এই ব্যক্তির রাগ চলে যাবে। সেটি হচ্ছে: আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।”[হাদীসটি বুখারী (৩১০৮) ও মুসলিম (২৬১০) বর্ণনা করেন]

- সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীন ও মানুষের বদনজর থেকে পানাহ চাইতেন (আউযুবিল্লাহ পড়তেন)। এক পর্যায়ে সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হলো। এই দুটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই দুই সূরা গ্রহণ করলেন এবং এই দুটি ছাড়া অন্য সব কিছু পরিহার করলেন।’[হাদীসটি তিরমিযী (২০৫৮) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান-গরীব। এছাড়া নাসাঈ (৫৪৯৪) ও ইবনে মাজাহ (৩৫১১) এটি বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে ‘সহীহুল জামে’ (৪৯০২) গ্রন্থে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

- আয়াতুল কুরসী পড়া

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: এক রাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফতিরার সম্পদ পাহারায় নযিুক্ত করলনে। এমন সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি এসইে অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফলেলাম ও বললাম: আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে নয়িে যাব। সে বলল: 'আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শখিাব, যে বাক্যগুলোর দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবনে। আমি বললাম: সগেুলো কী? সে বলল: তুমি শোবার জন্য বছিানায় গলেে পড়বে: الله لا إله إلا هو الحي القيوم ... আয়াতুল কুরসরি শষে পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর তরফ থকেে তোমার জন্য একজন রক্ষী থাকবে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান ঘঁষেতে পারবে না।' ভোরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললনে: 'তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! সে দাবি করল যে সে আমাকে এমন কয়টি বাক্য শখিাবে যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবনে।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "কী সটো?" আবু হুরাইরা বললনে: 'সে আমাকে শখিয়িছে যনে আমি ঘুমানোর জন্য শুতে গলেে আয়াতুল কুরসী পড়ি। তাহলে সকাল পর্যন্ত সে আমার কাছে আসবে না। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থকেে আমার জন্য রক্ষী থাকবে।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "শুনো! সে সে চরম মথি্যুক হলওে তোমাকে সত্য বলছে। ওটা ছলি শয়তান।"[হাদীসটি বুখারী (৩১০১) বর্ণনা করনে]

- সূরা বাকারা পড়া

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমরা তোমাদরে ঘরকে কবর বানয়িো না। যে ঘরে সূরা বাকারা পঠতি হয়, সে ঘর থকেে শয়তান পলায়ন করে।"[হাদীসটি মুসলমি (৭৮০) বর্ণনা করনে]

- সূরা বাকারার শষোংশ পড়া

আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "যে ব্যক্তি কোনো রাতে সূরা বাকারার শষে দুই আয়াত পড়বে তার জন্য এই দুই আয়াতই যথষ্টে।"[হাদীসটি বুখারী (৪৭২৩) ও মুসলমি (৮০৭) বর্ণনা করনে]

নু'মান ইবনে বশীর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টরি দুই হাজার বছর আগে একটি কতিাব লখিছেনে। এর মধ্য থকেে দুটি আয়াত তনিি অবতীর্ণ করছেনে, সে দুটো দয়িে তনিি সূরা বাকারার সমাপ্তি করছেনে। কোনো ঘরে এই আয়াত দুটি তনিরাত পড়া হলে তাতে শয়তান অবস্থান করে না।"[হাদীসটি তরিমযিী (২৮৮২) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহহিুল জামে' (১৭৯৯) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে।]

- একশ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন

ক্বাদীর’ পড়া।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি দনিে একশ বার এই দোয়া পড়বে:

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নইে। তনিি একক, তাঁর কোন শরীক নইে। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। আর তনিি সকল বষিয়রে ওপর ক্ষমতাবান’, তাহলে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লখো হবে এবং আর একশটি গুনাহ মটিয়িে ফলো হবে। ঐদনি সন্ধ্যা পর্যন্ত এই দুআটি তার জন্য রক্ষাকবচ হবে। কোন লোক তার চয়েে উত্তম সওয়াবরে কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কবেল ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে ঐ দুআটরি আমল এর চয়েওে বশেি পরমিাণে করবে।”[হাদীসটি বুখারী (৩১১১৯) ও মুসলমি (২৬৯১) বর্ণনা করনে]

- বশেি বশেি আল্লাহর যকিরি করা

আল-হারসে আল-আশআরী বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া ইবনে যাকারয়িা আলাইহসি সালামকে পাঁচটি বষিয়রে আদশে করলনে যনে তনিি নজিে তা অনুযায়ী আমল করনে এবং বনী ইসরাঈলকওে তার উপর আমল করার আদশে করনে। ... আমি তোমাদরেকে নর্দিশে দচ্ছি যনে তোমরা আল্লাহ তাআলার যকিরি করো। যকিরিরে উদাহরণ হল সইে ব্যক্তরি ন্যায় যার দুশমনরো তার পছিু ধাওয়া করছে। অবশষেে সে একটি সুরক্ষতি দুর্গে প্রবশে করে শক্র হতে নজিরে প্রাণ রক্ষা করল। তদ্রুপ কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার যকিরি ছাড়া নজিকেে শয়তানরে হাত থকেে রক্ষা করতে পারে না।... সম্পূর্ণ হাদীস।[হাদীসটি তরিমযিী (২৮৬৩) বর্ণনা করনে এবং বলনে: এটি হাসান সহীহ। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে’ গ্রন্থে (১৭২৪) এটকিে সহীহ বলে গণ্য করনে]

- আযান:

সুহাইল ইবনে আবী সালহি থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: আমার পতিা আমাকে বনু হারসিা গোত্ররে কাছে পাঠালনে। আমার সাথে আমাদরে এক দাস অথবা আমার এক সাথী ছলি। তখন এক বাগানরে দয়োলরে ভতির থকেে তার নাম ধরে কে যনে তাকে ডাকল। আমার সাথী দয়োলরে উপর দয়িে তাকয়িে কোনো কছিুকে দখেতে পলে না। এ ঘটনা আমি আমার পতিার কাছে বর্ণনা করলাম। তনিি বললনে: আমি যদি মনে করতাম যে তুমি এমন অবস্থার মুখোমুখি হবে তবে তোমাকে পাঠাতাম না। কন্তিু, যখন তুমি এমন কোনো শব্দ শুনতে পাবে তখন নামাযরে অনুরূপ আযান দবিে। কনেনা আমি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যখন নামাযরে আযান দয়ো হয় তখন শয়তান বায়ু

ছাড়তে ছাড়তে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।”[হাদীসটি মুসলিম (৩৮৯) বর্ণনা করেন]

- কুরআন পাঠ শয়তানদের থেকে সুরক্ষা দেয়

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

“তুমি যখন কুরআন পাঠ করো তখন আমি তোমার মধ্যে ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা স্থাপন করি।”[সূরা ইসরা: ৪৫]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।